



একমুখী রুদ্রাক্ষ (1 মুখী রুদ্রাক্ষ)

একমুখী রুদ্রাক্ষ ভগবান শবিরে চক্ষুর প্রতরুপ এবং ভগবানরে অত্যন্ত প্রিয়। একমুখী রুদ্রাক্ষরে মধ্যে অনেকে প্রকাররে দবৈশক্তি ও ঈশ্বরে আশীর্বাদ থাকে, এবং ভগবান শবিরে আশীর্বাদ ও শক্তি এবং আরো প্রভূত গুণ এই একমুখী রুদ্রাক্ষই উপস্থিতি। একমুখী রুদ্রাক্ষ দুই ধরনরে হয়। অর্ধচন্দ্রাকৃতি একমুখী রুদ্রাক্ষ

এবং গোল নপোলি একমুখী রুদ্রাক্ষ। অর্ধচন্দ্রাকৃতি এক মুখী রুদ্রাক্ষ সহজলভ্য ।

কিন্তু একমুখী গোল নপোলি রুদ্রাক্ষ খুবই দুর্লভ এবং তা খুবই শক্তিশালী। এই একমুখী রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে ভগবান শবিরে আশীর্বাদ যমেন পাওয়া যায়, এর সাথে অন্যান্য সমস্ত দেবতার আশীর্বাদ ও মহাশক্তিলাভ করা যায়। এক মুখী রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে অনেকে প্রকার বাধা-বপিত্তি থাকে সহজেই মুক্তি পাওয়া যায় এবং ভগবান শবিরে প্রতিভক্তি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অবশ্যই ঘটবে।

শুধু এই রুদ্রাক্ষ ধারণ নয়। একমুখী রুদ্রাক্ষরে বধিসিম্ভাভাবে শোধন করে তা যদি স্থাপন করে গৃহে পূজা করা হয়, তাহলে ও সমান ফল লাভ হয়। রুদ্রাক্ষ কখনো অশুভ ফল প্রদান করে না।

রুদ্রাক্ষ যনি ধারণ করবনে সকালে উঠে যদি শবিরে মন্ত্র ও শবিরে প্ৰাত স্মরণ স্তোত্র পাঠ করা হয়, তাহলে সেই দিন থেকে তার শুভ পরণাম শুরু হয়, এবং বিভিন্ন প্রকার সংকট বাধা ঘিন থেকে মুক্তি মলে।

একমুখী রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে পরবর্তীতে অবশ্যই শবিলোকে বাস করার স্টাভাগ্য লাভ হয়, এতে কোন সংশয়, নই ।

প্রকৃত শবি ভক্ত ও রুদ্রাক্ষ ধারণকারী মানুষ আস্তে আস্তে রুদ্রাক্ষের গুনে গুণান্বতি হয়ে ওঠনে রুদ্রাক্ষের মধ্যে এমনই শক্তি রয়েছে, শাস্ত্রে বলা হয়েছে পশুরাও যদি তার গলায়, রুদ্রাক্ষ ধারণ করে অর্থাৎ করযিে দেয়া হয়, তারাও শবিলোকে যাওয়ার অধিকারী হয় ।

এমন কি রুদ্রাক্ষ রত্নের থেকেও মূল্যবান অর্থাৎ রত্নের থেকেও অনেকে বেশি কাজ করে ,মনকে স্বচ্ছ করে , হিংসা, বদ্বিবেষ, পাপ ,মন্দবুদ্ধি এগুলি মন থেকে ত্যাগ হয়ে যায়, পাপের ক্ষয়, হয়। এছাড়াও রুদ্রাক্ষ ধারণ না করে যদি সিন্দুক বা আলমারিতে শুদ্ধ অবস্থায়, রাখা হয়, এবং প্রতিদিন ধূপধনা দেখানো হয়, ও শবিরে মন্ত্র জপ করা হয়, তাহলেও ভীষণ মঙ্গলকারী এবং অর্খনতৈকি সমৃদ্ধি ও ব্যবসায়িক সমৃদ্ধি লাভ হয়।

দেশি এবং বদেশি বহু বজ্জিঞানী বলছেন যে রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায়, এবং বিভিন্ন কাজে সফলতা লাভ হয়।

